প্রথম প্রকাশ
১২ অক্টোবর ১৯৫৭

প্রকাশক
স্বপ্না সেন
মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা
বারুইপুর। ২৪ পরগণা

মুদ্রক
উত্তম দাশ
মহাদিগন্ত মুদ্রণী
বারুইপুর। ২৪ পরগণা

শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কে

সূচীপত্র

ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর

পরিচিত দুঃখের আড়ালে
তোমাকেই মনে পড়ছে
পুতুল ভাঙার মত আমার দুয়ারে
অদ্ভুত খেলা চলছে
আর একটু সখের হাত বাড়ালে
ছুঁয়ে দেবো ফুল, জং ধরা লোহার চুল।

হেকেটি ! চারিদিকে ক্রুর চোখ, এখনো ওরা চিৎকার করছে
আমাকে ডেকে নাও, ঝাউপাতার মত স্বস্তি সেখানে
তোমার বন্দর প্যাভেলিয়ানে ;
নিঃসঙ্গ দুর্ভোগ, অপমানের অনবদ্য সংকলন ঘটছে
—এখানে
হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে যুগ যুগ পর পর
মনটা এক অদ্ভুত বেদনায় আচ্ছন্ন
হেকেটি, তাই এ ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর
তোমার নিমন্ত্রণে হতে চাই নিমগ্ন।

তরুণ শিল্পীর রং

আমরা এখনো জাহাজের কাছ বরাবর নই
সীমান্ত বন জংগল নেই, যাত্রা আসর—
অনাদি ঠাকুরের বাড়ি। তরুণ শিল্পীর রং
গাছা আগাছা, এক দুই পাঁচ, জলের ঢেউ।

অথচ এক রক্তাক্ত বা আগুন লাগা বাড়ী
নিশ্চিত আলো, হলদে রং হলো
সবুজ বা কালো। অথচ নেই, শেষ।
তরুণ শিল্পীর রং

চুম্বনের কাঞ্চন সিঞ্চিত সীমারেখায়
প্রিয়তমা, নিন্দুক শিল্পীর রং
এখনো ওরা বলীয়ান। কিসের ? আমরা,
অব্যর্থ শিল্পী, তরুণ শিল্পীর রং

অবিরাম ইচ্ছা করে ; ক্লান্তিময় গ্রীষ্ম
দলে দলে সৈনিক হবে, দুর্লভ নমুনা
নতুন। সাধারণ নয় আর ;
কারাবাসী, তরুণ শিল্পীর রং

সে কারণে আজো আমি রয়ে গেছি

চৌরঙ্গী যেন পুরনো হয়ে গেছে, আমরা দেখে এলুম। এখান থেকে শান্তাদি, দুরি বৌদি সোজা হেঁটে চলছিলো। পিছনে কেন যেন অকারণ বাস ট্রাম ট্যাক্সিগুলো সহানুভূতি দেখায়, পাড়ার বেকার ছেলেগুলোর মত। মাটির পুতুলের প্রদর্শনী দেখবে। কেন যে এখনও মানুষ পুতুল কেনে!

আর ওরা, যাত্রীর ভিড়ে দাঁড়িয়ে। নাম কত কি, সীমা দেবা শেলী। ঈষৎ বঙ্কিম, মুখশ্রী সুন্দর, নানা রং-এর শাড়ী। কিন্তু দৃষ্টি থাকে দূরে—আমি তো তোমাকে পেতে পারি। একটি বিজয়ী গোপন স্পর্শে, রক্তের চলাচলে। এরা কৃতী, এম. এ পাশ কিংবা পরীক্ষা দিয়েছে। তবু দশ নম্বর বাসে কেন যে ওখানে গিয়ে নামে। বর্ষায় সুন্দর মানায় বুঝি! তারপর?

সোজা পার্কে কিংবা রেষ্টুরেন্টে। মুখে পরীক্ষার ফলের কথা—আর সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় নির্দিষ্ট সময়ে—তাই বাঁধা-প্রতীক্ষা, প্রতিজ্ঞার সামিল। তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলে, তোমার সুফল কামনা করি।

লক্ষ লক্ষ চোখ পৃথিবীকে তল্লাসী করে, নির্জনে সুন্দরী রমনীর ঠোঁটের স্পর্শে, স্তনের সাফল্যে অথবা ইংরাজী ছবির কথা বলে বা অনর্থক বাজে গল্প করে রাত নটা পর্যন্ত। রাস্তায় বেড়িয়ে সোজা জংলী পথ ধরে, যেন রজনীগন্ধার পাপড়ি পায়ে দলিত হচ্ছে অথবা গ্রামের ফাঁকা মাঠ দিয়ে অনাবশ্যকভাবে দুলে দুলে চলার মত। এর কারণ নেই, সব হারিয়ে গেছে—যেমন ঐ রাস্তার কুকুরটা ওদের দিকে চেয়ে থাকে, যে কারণে রোয়াকের আড্ডা শেষ হয়ে যায়। আমন্ত্রিত কন্যারা চলে গেলো, মাঝরাতের ঘুমে সোনালী দৃষ্টি জ্বেলে চলে গেলো। তবু ওরা বলে, আমাদের আয়ান ঘোষ মাথা খাবে। আর সে কারণে আজো আমি রয়ে গেছি পৃথিবী মাটিতে।

সৃষ্টি এক সোনা হয়ে নাচবে বলে

আমরা নিজেরাই পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত-ধৃত করেছি
শিক্ষা-সুন্দরী বৌ-ভালো চাকরী চেয়েছি
বলে
নইলে
জাহাজের বাঁশী আমরা শুনতে পাই
পাথরে শিল্পিত যৌবন আমরা বাঁচাই
দুহাতে প্রণয় গড়ি
ভালবাসি রূপসী নর্ম সহচরী
অথচ আহত যৌবন যন্ত্রণার দীপ্ত অভিসার চলে
কারণ সৃষ্টি এক সোনা হয়ে নাচবে বলে

আমরা এলাম

তাই এক বিস্ময়ের মত কাজ আমার, আমি প্রলয় প্রণয়ের পথ খুলে রেখেছি ; তোমাকে আরক্তিম লক্ষ্যে সুখ দেবো বলে। কেন যে এখনো ভয় লাগে কাঁচের এ্যাসট্রের বুকে সিগ্রেটের ছাই ফেললে। জানি রঙিন এ্যাসট্রেতে অন্তরতার ফোস্কা পড়ে না। অথচ সময় হোলে কথা বলবো, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কথা, কথা ছিলো স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কথা।

ক্লান্ত চোখেতে বড় ভয়দগ্ধ রাত লাগে জানি, অসম্ভব এ প্রহরা কাল-মৃগয়ায় গিয়ে। নিষ্ঠুরের মত অপেক্ষা করি, সুযোগ হলেই চিলের ঠোঁট দিয়ে আসবো, নিয়ে আসবো দারিদ্র্যের স্বর্গে ; যেখানে প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় ভর্তি হেমন্তের ঝড়।

না না একটু অপেক্ষা করো, কারণ আমরা ঘরছুট। পৃথিবীর লোকগুলোর কেমন ঘুমভাঙ্গা চোখ দেখো, দেখো দেখো ওরা ভুল করে শার্দুলগিরির সন্ধ্যার মত। বাদ দাও, কারণ আমাদের প্রেম জল, কাটুক না, আবার এক হবো। এখন তৃপ্তির কথা বলো—তৃপ্তির।

অকৃপণ মাসগুলো হবোই পার, আশঙ্কার রৌদ্র দূর হলেই আমাদের পত্র আসবে, সোনা হয়ে নাচবে, কণ্ঠ এক গান হয়ে। তখন বয়সের মত চিৎকার করবো, থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ারসেলভস্, হিপ হিপ হুরে। আমরা এলাম টইটম্বুর বর্ষা-প্লাবন পার হয়ে, আমরা এলাম নির্জন নীড়ের সন্ধানে।

যে বন সৃষ্টি করেছি

দীঘল গাছে গাছে যে বন সৃষ্টি করেছি
তার পবিত্র মার্গাঙ্ক আঁকবো
আমরা ভেবেছি
লোকালয় পেরিয়ে নিভৃতের বাড়ী করবো
হরিণের ধূপ জ্বালিয়ে
আমরা ভেবেছি
আমরা বয়স পেরিয়েছি
অণুসীমায়, তাই এখন পালিয়ে
এখানে, পাতলা স্রোতের ময়ানে ময়ানে
বসে বসে মুখোমুখি বয়ানে বয়ানে।
আমরা ভেবেছি
তার পূজা দেবো
দীঘল গাছে গাছে যে বন সৃষ্টি করেছি

কতকগুলি শব্দ

কতকগুলি শব্দ পরস্পর পীড়া দিয়ে আসছে
কাঁটা চামচের মত অসাবধান সেগুলি
শব্দগুলির বিশুদ্ধতা কম
সেগুলি লোভে বড় ভক্ত, একটুও গান নেই
শব্দগুলি ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে—সব এক
না না না না—সব না
শব্দগুলির বয়সের জলবায়ুই প্রৌঢ়

এই শব্দগুলি একদা আসিত
গান গাহিত, ভালবাসিত
শব্দগুলি কোনো জড়তা, সংস্কার মানিত না
শব্দগুলি বরাবর প্রৌঢ় ছিলো না
শব্দগুলিকে অনেকদিন যাবৎ চিনি
শব্দগুলি আমার তপোবন ছিলো

শব্দগুলি বড় বিশ্রী, হতশ্রী, বিগতশ্রী
শব্দগুলিতে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই
শব্দগুলিতে শুধু না না না না

নবীন বঁধুয়ার কথা

ঢেউএ ঢেউএ, কূলে কূলে, তরঙ্গে তরঙ্গে, নেচে নেচে আমি—আমি
পেলাম। পেলাম আচ্ছাদিত, আচ্ছাদিত অমরাত্মাকে। অমরাত্মাকে
বন্ধু ; বন্ধু, চলে চলে জাহাজের ফেলা নোঙরের কাছে এলাম। জাহাজের
ফেলা নোঙরের কাছে এলাম।

যেদিন, যেদিন মধুর, মধুর সুন্দর, সুন্দর রোচিষ্ণুতায়, রোচিষ্ণুতায়
উল্লসিত, উল্লসিত দেহে দেহে ; চলে চলে আমরা—আমরা এলাম,
এলাম এখানে ; তখনও জীবন ছিলো বন্দী কয়েদীর মতো—এখানে,
তখনও জীবন ছিলো বন্দী কয়েদীর মতো।

নবীন—নবীন বঁধুয়া, বঁধুয়া আমার। আমার প্রশ্নবাণ ; প্রশ্নবাণ—
সমুদ্র সমুদ্র, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে ; ঢেলে ঢেলে শেষে······শেষে বলেছিলো
—বুকের দুধ রাজপুত্রের জন্যে। বলেছিলো, বুকের দুধ রাজপুত্রের জন্যে।

রাজপুত্রের জনক, রাজপুত্রের জনক আমি,—আমি সেদিন ; সেদিন আমরা,
আমরা সারারাত—সারারাত স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি ঈশ্বর
এসে সঞ্চিত রক্তে জন্ম নিলেন। ঈশ্বর এসে সঞ্চিত রক্তে জন্ম নিলেন।

আমার চারপাশের

আমার চারপাশের সমুদ্রের টানে টানে
ঘুম ভাঙে। হাওয়ায় দুলি, নড়ি, ভাসি, তাকিয়ে থাকি
কারণ ওপাশে যাবো ; কারা যেন কথা বলে কানে কানে
রূপান্তরিত আলোকে উদ্ভাসিত হবো নাকি ॥

তোমরা জানিয়ে দিয়েছো হাতছানিতে হাতছানিতে
আমাকে ডেকে সোনালী-নীল রেখা দেখিয়ে দেখিয়ে
ঢং-এর কাছাকাছিতে, রং-এর মাখামাখিতে
আমাকে ডেকে মৌ বন, জ্যোছনার কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে ॥

আমি সে-ডানায় সম্মোহনের মত মেখে নিয়েছি
দুবাহুর মিলে স্ফীত বুকের আলিঙ্গনে
দৃঢ়তর হবো ওপারের স্বপ্নে, যা আজ রেখেছি
লালচেলিতে সাঁওতাল মেয়ের সঞ্চিত যৌবনে ॥

এখন আমার ঈপ্সিত দলের মৌমাছি
আমাকে প্রভাবিত করে সঞ্চারিণী দৃষ্টি দিয়ে
এখন জলপ্রপাতের মত বৃষ্টি নামুক, আমি জেগে আছি
দূরের দুহাতের ভাস্কর নিমন্ত্রণ নিয়ে ॥

রূপান্তর

বয়সের সঙ্গে সন্ধি করি
জীবনকে ছোঁয়ার জন্যে
দিন চলে যায়
রাত আসে
দিন আসে না!

আমার হৃদয়ের

অনেক গোপন যন্ত্রণায় ভুগেছি
বয়সের জলবায়ুতে আকুল কান্না তাই
তাই সারাদিন নিরিবিলি, কেউ নেই এখন।
যখন এত নিঃসঙ্গ, শুধু অমিতব্যয়ী বাতাস, তখন
কে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে মহামৃত্যু, মৃত্যুঞ্জয়
(আমাদের মৃত আত্মাগুলি গান শুনতে চায় বুঝি ?)

আমার হৃদয়ের সব রং চিরদিনই বিশুদ্ধ
অথচ দুরন্ত ঝড়ের মত সে গভীর গহন
দুচোখে চিন্তা করে ধরে নাও, হয়তো নেবে না
জানি জানি সব ব্যর্থ, আমাকে জ্বালাবে।
তবু কেনো আসি—
নির্ভেজাল দীপ্তিময় হৃদয় কুড়িয়ে কুড়িয়ে ?

মৃত্যুই চাই যদি পাই মন। তাই বুঝি
'করুণ হাওয়ার ছোঁয়া' হারালো নিরিবিলি গান গেয়ে।

হে প্রহরী

বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো হে প্রহরী
আমি অন্তহীন দুঃখেই একে রেখে গেছি

আমি তারপর কত আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছি
আমি কত যাত্রা করেছি, দীর্ঘপথ,
বিশ্বাস করো হে প্রহরী। একটু পদ্মপাতার জলের জন্যে

পৃথিবীতে সর্বত্রই গলিত ধাতু, অস্থির পোড়াগন্ধ
আমার আগুন নেভেনি, পোড়াগন্ধে আমি অস্থির
বিশ্বাস করো হে প্রহরী, আমি তাই আবার ফিরলাম
তুমি ঐ মৃতদেহটি আমাকে দাও, প্রথম যন্ত্রণার সঙ্গী ও ॥

বাঁশপাতা

এখন যেন বাঁশপাতার এক শব্দ এঁকেবেঁকে
যাচ্ছে ছুঁয়ে অহরহ
করুণ বুকে বুকে। এখন যেন দুখের তরুণ বরুণ সমারোহ
ঝিরঝিরিয়ে উঠছে দেখ দিগন্ত নীল থেকে।

এখন যেন বাঁশপাতারা আসছে কাছে কাছে
স্পর্ধা কোরে রগড় কোরে ব্যথার সহবাসে
বলছে আমায় সে নেই কাছে। বনান্তে সে যাচ্ছে বনবাসে
চিন্তা করি ভাবনাও হয় মন যদি যায় পাছে!

ডুকরিয়ে তাই কাঁদবো ভাবি
হয় না হায়, রুগ্ন হৃদয়
ধাক্কা যে দেয় নিষ্পেষণের চাবি। তবু তো হয়
বলতে তারে, যা না চলে, সুন্দরী এক পাবি।

স্প্রিং রিদম

জানালা। বন্ধ আকাশ; নির্জনতা
অথবা চপলতা
জানালা খোলা। মুক্ত বাতাস; আশীর্বাদ
এবং আনন্দ সংবাদ
অন্তহীন কথা। রাত ভোর হলেই জীবন
প্রবাহিত মন ও যৌবন
ক্ষমা। পৃথিবী লোভীকে ভালবাসে
একমাত্র একমাত্র সত্তা নৌকায় ভাসে

রাজধানী স্থানান্তরিত

বহু রঙ বেরঙ-এর শব্দ থামলে
আমরা যেন মরে যাই
মনে থাকে না
দীঘাতে হৈ হল্লা, এমন কত কি

বহুদিন গত হলে
আমরা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ি
তখন ভালো লাগে না
কোন প্রিয় কথা, এবং এমন কিছু

বহু ব্যথা পেয়ে পেয়ে
তারপর আমরা এক থাকি না
তখন কিছুই বিশ্বাস করি না
মনের সে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে যায়

ছায়াহীন অধোমুখ

'দেহে দারুণ রক্তে রক্তে উলঙ্গ বল্লরি'
এ গভীর অসুস্থ খবর আনতে আনতেই
স্থবির হয়ে যাবে কাল উচ্ছ্বসি শিহরি।
অসহায় আমি, এ মুহূর্তে আমার কোন বন্ধু নেই

এ মুহূর্তে আর কোন্ বন্ধু উৎসাহিত করবে ?
তুমি বলো এ তোমার কিসের গোপন কৌতুক,
এর চেয়েও ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব তুমি দেবে কবে ?
ছায়াহীন অধোমুখ !—'নিষ্পাপ সুখ'॥

প্রতিমা দে, বেনু দাশ : দুই নার্স বন্ধুকে

পাথরের মৃত্যুর পরেও তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মহুয়াবনের পাশে। কৃষকদম্পতি কাজ বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়েছিলো তাই; তোমাদের ইজেল-ক্যানভাসে আমার প্রেমের গন্ধ তখনই পড়লো। ব্যাণ্ডেজ, রক্ত, ইনজেকসনের সূঁচ রেখে দিলে; হেসে হেসে পরস্পর পরস্পরকে বললে, শ্রীমান আজ রুগী নয়, আমাদের প্রেমিক।

ফেরার পথে বোম্বের ছেলেটির সঙ্গে দেখা। তোমাদের ছবি দেখালুম; ও চমকালো, যেন রাধা-প্রেমে ও দীক্ষিত। তোমরাই বলো, সেই তোমাদের সুন্দর আলো কোন্ প্রাণে দিলে বন্ধু! আমি কেন সেই অসমথিত প্রতিধ্বনি পাবো; আমি কেন রাস্তার ছায়া বাড়াবো না।

সীমা বর্মন সেদিনই চিঠি দিয়েছে। ও ঝড় ফিরিয়ে নেবে, আমার বৃষ্টির পতন দেখে, আমার নীল হয়ে যাওয়া দৃষ্টি দেখে। ও ঝড় চায় না! ধরার অন্ধকারে তাই তোমরা বরঞ্চ প্রসারিত হও, দর্পণে স্থির হও। সেই দাবি তাই—কেননা প্রথম আমিই তুলেছি তোমাদের ফুল, কেননা সেই আমার পৌরুষ।

রুগ্ন বিছানায় আমি আর উত্তপ্ত নই, গলিত ফুলের সৌন্দর্যে ভাবুক নই। ক্লান্তির টানে বমহীন উপবাসী হৃদয় আমার। বলি পড়েছো কি বা পড়ে নিও—কবিবর জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', "এতদিন কোথায় ছিলেন ?/পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের...।" তাহলেই আমি মন্ত্রণার পরেও ফিরে আসবো ফিরে আসবো।

স্থির প্রতীক্ষার পরে

মোহনার উন্মাদ চেষ্টা
ব্যর্থ হলে—তোমার কাছে যাই ;
পুরুরবা !

সমস্ত দেহে যখন লজ্জা,
আর তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ—
তখন,
দুঃসহ যন্ত্রণাই যথেষ্ট।

অতুলনীয় সীমানায় ব্রতী হতে
জনশ্রুতি আর সমাজ সমীক্ষায়
রুদ্ধ দুয়ারের সামনে পৌঁছালাম।

হয়ত প্রাথিত প্রাণের মোড়কে আসীন নই, অপাপ নিশানা
তাই স্থির প্রতীক্ষার পরে
সমস্ত মাতৃমূর্তি হয়ে যায় আবিল সংলাপ
তখনও উর্বশী হয়ে ধরা দিই লজ্জার কাছে।

এখন দেখো

এখন দেখো, কলকাতা কত কঙ্কাল

বুকে ইভের যাতনা, উল্কি আঁকা
বেদনার চিহ্ন,
যেন ভাঙ্গা রঙ্গমঞ্চে ক্লান্ত, উন্মাদ অভিনেতা

চৌরঙ্গী পাড়ায় বিকেলে টয়লেটের স্বপ্নগুলো
সাহেব পাড়ার চত্বরে দেখা জ্যাকের চিঠির বাক্স বা ইংলিশ রোমিওজুলিয়েট
আর কতকগুলো অসংলগ্ন, আজগুবি কথা,
'চিঠি দিও, চলি, দেখা হবে, আচ্ছা'

কিংবা
বনেদী রক্ত মেশানো, ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে
সব সময় চলাফেরা, অফিসে বাজারে...
জীবনের ঘড়িতে ফাঁকি দেয়া অনেকগুলো ঘন্টা,

অথবা
হারিয়ে যাওয়া কলেজের দিনগুলো,
সুন্দর সুন্দর মুখের মত, বা
চুপি চুপি আড়ালে বসার অনুভূতিগুলো,
অনেকক্ষণ হলো, হারিয়েছি ;
তুমিও তাই,
হায় হায়।

বা কুমারেশ, কেতকীর বাড়ীতে নেমন্তন্ন...
রাতে ফেরা, ট্যাক্সি করে।
মাসের প্রথমেই গেলো মাইনেটা।

এখন দেখো, কলকাতা কত নিঃস্ব।

আলেখ্য ঃ তিন স্তবক

ঈপ্সিত রং-এর বুকে নিঃশ্বাস এঁটে
ঘন ঘন দীঘার সমুদ্র ও ঝাউবনে
হাঁটবো বা ঝাঁপ দেবো বাতাসের মত

শীতেও বসবো না, ওখানে হাজারো রং ঢেলে দেবো
বসন্তের গান গেয়ে, হাতেহাত ধরাধরি করে
পায়ে পায়ে কাফেটোরিয়ায়

বালিতে দেহ স্পর্শ করে তোমাকে, অন্তহীন আলিঙ্গনে নিরন্তর,
মরুতীর্থের প্রণয়ের প্রগলভ আলোয় কাঁচরাঙ্গা পাথর
কখনো সবুজ, হলদে। দুধের মত বা; মাঝে মাঝে

মরুভূমির কবিতা

নিরন্তর এই নির্বাসিত পুরুষটি তোমার কাছে কাছে
প্রাণের মহাদেশ খুলে ধরে মগ্ন বেদনার গল্প করতে
সমাহিত যিনি বড় রিক্ততায়।

দুবদুব করে পুরুষটির অন্ধ বর্ষা ধূ ধূ তোমার মাঝে
নির্দয় দুপুরে একান্ত শুধু প্রত্যাশা গড়তে
দিনরাত বজ্র পড়ে যার কৃষ্ণচূড়ায়।

নিরন্তর এই নির্বাসিত পুরুষটি একা একা
গোপন সুদৃশ্য আঁকে বাঁকা ঝাঁকা অক্ষরে
চোখে চোখে তাঁর চলচ্চিত্র, গোলাপের মত পবিত্র।

নিঃসঙ্গ তপস্যা

সব কথা শেষ করে কোকিলেরা চলে গেছে
আলোর বাগান শূন্য করে
এখন বড় শীতল পরিস্থিতি, অনন্ত বেদনা
বিরাজ করছে ; কোকিলেরা চলে গেছে
অধুনা অকেজো পোড়ো বাগান থেকে

নিরন্তর আর্তনাদ করছি
প্রতিশ্রুত কান্না, ওরা একটি কথা শুনুক
কোকিলেরা ফিরে আসুক
ঐ বাগানেই থাকুক

বৃষ্টিতে ওদের ভিজতে দেবো না
যে কোকিলেরা চলে গেছে,
ওরা আসুক, আমার প্যাভেলিয়নেই সুর তুলুক

কণ্ঠ যদি কিংবদন্তী হয়

তোমাকে বোঝাবো বলেই
এই এত সরঞ্জাম।
জন্ম থেকে ভাষা শিখেছি
বছর বছর পাশ করেছি
ইজের ছেড়ে পাৎলুন
ইন্দ্রলোকের মত পেয়ে গেলাম যৌবন
এবং আরো কিছু ফাউ
তাই প্রয়োজন হয়েছে একান্তভাবে একটা দাসবৃত্তির
ঃ না হবার সমস্যা থাক।
হাতের কাছে যা পাই তা তোমরা,
ঘুমের এক গোপন সম্ভবকে

সে স্বপ্নের শানাই যতই বাজাই না কেন
শেষমেষ বেশ নয়
তাই সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিশে
বিদ্যুতের সঙ্গে ঘরে ঘরে ঢুকে
প্রাণের সঙ্গে বসবাস করি
জীবনকে প্রতিটি মনের বন্দরে বন্দরে নিয়ে ফেরি করি
এসব তোমাকে বোঝাতে পারি তখনই
কণ্ঠ যদি কিংবদন্তী হয়

শ্রাবণে মমতা সেন

একটি শ্রাবণ এবং একটি উচ্চারিত শব্দ
নিরবধি কাল শুধু বয়েছে নিঃশ্বাসের মত
দীঘার সমুদ্র-ঝাউবনে, ডিমনার লেক দিয়ে
তার অনুচ্চার ভাষা কিছুটা এসেছে
দমদম জংশন থেকে ইস্ট সিঁথি রোডে

যে পাখিটা তখনও উড়তো
সেও শুনলো, এবং চলে গেলো হিংস্র অন্ধকারে

কি অন্ধকার, কি নির্জন, তখন,
তাই না মমতা সেন। তোমার?
তবুও এলাম দেখো, সঙ্গে নিয়ে
বহু মূল্য একটি সোনার কাব্য
নাম তার 'ফেরা এবং ফেরা।'

ঢাকের শব্দে কে যেন

ঢাকের শব্দে কে যেন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে
নিরন্তর বেদনার মত
হাজারো কাঠির টকাটক্ শব্দে কাঁপছে
ছায়া ছায়া মুখ যমুনায় যত

কাঁপছে টকাটক্ ঢাকের শব্দে
বহু কল্পনার সখের নেশা
সূর্য আড়ির বেসর জব্দে
প্রাণ পলাশির টলটলানির চটক হেশা

নিরন্তর বেদনার মত ঢাকের শব্দে কে যেন
উঠে গেলো কল্পলোকে
তার বুকেতে মাতাল রাজার অহিফেন
হাজারো কাঠির শব্দে গড়া মগ্ন শোকে

তোমার ঘর

তোমার ঘরের দরোজা দিয়ে তোমাকে দেখা যায়

তোমার ঘরে ঢুকলে ঘরের বাতাস মুহূর্তে রং বদলায়
সব নিয়ন আলোগুলো জ্বলে ওঠে

তোমার ঘর থেকে চলে এলে
যত রাজ্যের পোকামাকড় তোমাকে দংশন করে
তোমার ঘর অন্ধকার হয়ে যায়

তোমার ঘরে তারপর ঢুকলে ফিস্‌ফিস শব্দ শুনি
বাতাস তখন বন্ধ হয়ে যায়
তোমার ঘরে অনেক পায়ের ছাপ থাকে
তোমার আবছা আয়নায় মুখ দেখতে পাই না

ফিরে আসা

দরবার করেছি নিরন্তর
একটি দ্রাক্ষাগাছের সামনে দাঁড়াবো বলে
বাগানের সেই মালিকটি
প্রহরী দাঁড় করিয়েছে তাই

যতবারই ফিরে আসি না কেন
ততবারই মনে হয়
দ্রাক্ষাফল টক নয়

দ্রাক্ষাবনে আর একবার যাবো
শেষবার ফিরে আসার পর

কারণ ওখানে আমার গান, আমার সূর্য

কড়চা

এক ।।　ভয় পেয়েছিস
ভয় ?
এমন ভয় এখন হয়
হৃদয় যখন হা পিত্যেশ নয়
তখন থাকুক না এক বিস্ময়

দুই ।।　বলবো কত আর
ছেলেটা ফিরেছে আবার
ঐযে আত্মহত্যা করলো সেবার
ছেলেটা বলছে এবার
ফুলটা সবার

কবিতা

নির্বাণ ডাকের মত সংকেত
দিয়েছে, আমাকে দিন দিন
প্রতিদিনের মত
আমার ঘরের সামনের ছবির মত।
একটা শালিখ একটা
প্রজাপতি ধরেছে ঠোঁট দিয়ে ;
প্রজাপতিটার প্রাণ বেয়ে রক্ত
একজন শিল্পী তা সংগ্রহ করছে
হায়, হে ঈশ্বরী,
কি জঘন্য পিপাসা তার,
দেখার, সাগরের !!
ঐ নির্বাণ ডাকের জন্যে আমি
চলে যাবো,
আমাকে নিয়ে যাবে দিন দিন
প্রতিদিনের মত।
আমার ঘরের সামনের ছবির মত।

আভ্যন্তরীন শয়তানের জিম্মায়

তোমার একান্ত তোমাতে তুমি সমাধিত
বেগুন ফুলের মত রঙে, অঢেল বর্ণে
চুপচাপ ফিসফিসে এক মোহিনী স্বর্ণে
আমরা ধরে ফেলতে পারিনি, এবং কেউও।

তোমার আপন সাম্রাজ্যে তুমি সমাদিত
তিমি মাছের মত চোখে আভ্যন্তরীন শয়তানের জিম্মায়
নিস্‌পিসে হত্যাকাণ্ডের বারান্দায়
আমরা ভুলতে পারিনি, হাজারো হাজারো ঘুমেও।

তোমার চিরদিনের তোমাতে তুমি সমাহিত
নুপুর পায়ে কথক নৃত্যের ধ্বনি ওঠে এই ঘরে
বুকের সেই হিমঘরে আমরা অপেক্ষা করে
আমরা তবুও ভয় পাইনি, তোমার জন্যেও।

যাদু দণ্ড

এই রাত্রি, ধূসর রঙের ছোট্ট যাদুদণ্ড দিয়ে ইশারা দিলে
এই রাত্রি তখন এক উজ্জ্বল দিবালোকে অনন্ত ইচ্ছা নিয়ে
পশরা বসাবে ;
এই দিন, মা গেছি মা গেছি বলে
হাঁটু মুড়ে কোঁৎ কোঁৎ করে টালার জল খাবে

আর এই আমি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে
বিশ্বগুরু, ও ভাই রকের ছেলেরা, বিশ্বসুন্দরী, ও ভাই পাড়ার মেয়েরা
বিশ্বসংগ্রামী, ও ভাই ডালহৌসীর বন্ধুরা
বলে আশ্রয় চাইতে আমাকে তাই দেয়া হোলো ঃ
সিটি বা প্যাঁক, মেয়েরা রেট বললো
আর ওনারা বোনাস না বাড়ালে আগুন জ্বলবে বলে শাসালো

আমি পাপ পুণ্য বুঝিনে বলে
কোন সতর্কতা ছাড়াই অন্ধকারে গেট খুললাম
যাদুদণ্ড দিয়ে ইশারা দিলে
এই রাত্রি আশ্চর্য এক উষাকালে উত্তীর্ণ হোলো,
আমার সামনে সমস্ত আর্য পুরুষেরা—
তাঁরা পুনরায় পবিত্র শ্লোক রচনাতে নিয়োজিত ।

কবিতা মিথুন

এক ।।　তবুও

নেই

আমি

তুমি

আমরা

তোমরা

সকলে ;

সকলে

তোমরা

আমরা

তুমি

আমি

আছি

তবুও

দুই ।।　সক্রেটিস

[প্রেম — {সুখ + (মায়া × ভালবাসা — ঈর্ষা)}]

= [প্রেম — {সুখ + (মায়া × যন্ত্রণা)}]

= [প্রেম — {সুখ + দুঃখ}]

= [প্রেম — অনুভব]

= সক্রেটিস

সৌন্দর্যের বুকে

পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের বুকে
আমি আহত হয়ে চিরবিশ্রাম নিতে চাই
কোনদিন কাউকে যদি কোন ক্লেশ দিতে চাও
আমাকে দিও
যন্ত্রণার দিনেও তা হবে আমার মোক্ষ
আমার হৃদয়ের চাবি দিয়ে তা সংরক্ষিত হোক

এ মুহূর্তে হাতে হাত চেপে যারা কল্পলোকে সুখের বাসিন্দা
তাদের কাছে নিবেদন ঃ
যত্নের অভাবে যেন রং ধরা পৃথিবী ভেঙে না যায়
জেনে নিও.
পাখিরা সব সঙ্গীত কারিগরি কায়দায় ঠিক করে রাখে
কারণ প্রেমে ওদের বড় নিষ্ঠা
এসব তোমাদের একান্ত আপন সৌন্দর্যের জন্যে

পৃথিবীর সেই সব সৌন্দর্যের বুকে
আমার মোক্ষ হোক তোমাদের শান্তিতে

আয়না ও আমি

আয়না

আমার চোখ/দৃষ্টি

আয়না নয়

আমার চোখ নয়/কেবল দৃষ্টি

দৃষ্টি মানে ছবি   ছবি মানে আমি

আয়না/চোখ/দৃষ্টি/ছবি

নেই

আমি   একমাত্র   আমি

ছড়া

প্রাণ টন্ টন্
মন আন্‌মন
অঢেল তোমার আশা
অবৈধ নয় ভালবাসা।

টুক্‌টুক পাখিটি
কপালে দে' লালটি'
এইটুক্ ভাবলো
ভালবাসায় ডুবলো।

এই কথাগুলো
মনে পড়লো
তোমার জন্মদিনে
কালকের টেলিফোনে।

প্রার্থনা

দহনের কৌশলে নিয়ত বুঁদ হতে চাই
সাম্রাজ্যহারা নগ্ন সম্রাটের মত ঊর্দ্ধাকাশে চিৎকার
বা ভীষণ সংকটে অপারেশনের টেবিলে ভাস্কর্য হয়ে থাকা
এমন দম বন্ধ করা যন্ত্রণা একান্ত আপনজন বলে মালা দিতে চাই

এসবি তপস্যাবলে আরোপিত হোক
সরল প্রার্থনা জানাবার সময় এসেছে এখন

এখন নিজেকে উৎসর্গ করে প্রাণ পেতে চাই
হৃদয়ের আকাশে জ্বলুক কোটি কোটি তারা
নৈশ নদীর স্রোতে মুখের আয়না স্বচ্ছ হোক
বাড়ী ফেরা ক্লান্ত কেরানীর কাছে শান্তি সত্য হোক

দুহাতে মায়ের স্তন পান করে সত্যযুগ ফিরে পেতে চাই
গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলির পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিই
কারণ জীবনের ছেলেবেলাগুলি সত্যই সুন্দর

এসবি তপস্যাবলে পেতে চাই আমি
হাজারো কান্নার মধ্যে প্রার্থনা স্থির হয়ে থাকুক

কখনো সত্য হবে প্রার্থনা শিশুটির কান্নার মত
দহনের কৌশল থেকে সোনা হয়ে যাবো স্বপ্নের মত

প্রথম মেহেমানকে

(দেবঞ্জয় সেন-কে)

আমাদের আলোতে এক নতুন নিঃশ্বাস
এবং এখানে তোমার কিছুক্ষণ হলো আগমন
রূপকথার মানুষেরা তাই নাচছে, খোকন
উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিতালি পাতিয়েছে
ওঃ, কি সুন্দর ! মন্দিরের দরোজা খোলা

তুমি এলে টইটম্বুর বর্ষা-প্লাবন পার হয়ে
বলতো, এত সতত উজ্জ্বল আলো কোথায় পেলে ?
আমরা সেই নিমন্ত্রিত দেশকে বন্দনা করি—
তোমার পুরনো স্বর্গে গভীর বিশ্বাস

এয়ারপোর্ট থেকে শোভাযাত্রা করে রাজধানীতে এসো
সূর্যদীপ্ত চকিত জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে ।
সূর্যের গলানো সোনা তোমার স্পর্শে স্পন্দিত
পরীর দেশের পবিত্রতায় সিঞ্চিত প্রাণজাগার গান
এখন অলৌকিক গণ্ডীকে ঘিরে জন্ম হোক অকল্প আত্মপ্রত্যয়ের ।।

নির্বাসিত পুরুষ : নব পর্যায়

ডিসকাস থ্রোতে তুমি ফার্স্ট হলে
আমি 'সেই-লোহার-চাকাটা' ছুটে অনেক দূরে গিয়ে পড়লুম
তোমার থেকে আমার দূরত্ব মাপা হোলো
তোমার ছোঁড়ার কৃতিত্বে আমি আরো দূরে গেলাম
তুমি ডিসকাস থ্রোতে তাই ফার্স্ট হলে

তুমি পুরস্কার নিয়ে চলে গেলে
আমি আর একজনের হাতে গিয়ে উঠলুম
সে এখন প্রত্যহ আমাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
এমনভাবে পুরস্কার পাবার জন্যে প্রস্তুত হবে
ডিসকাস থ্রোতে সেও এক সময় ফার্স্ট হবে

আমাকে নিমন্ত্রণ

খুশি খুশি আদরে
ভর দুপুর ও ঘরে
ইতি উতি চাউনি
সুগোপন কাহিনী।

রং চং বসনে
প্রেমে আর বচনে
আমাকে বানালে
রাজা সাজালে।

সেই থেকে কামনা
অহমিকা বুঝি না
সাদা সিদে হাতে খড়ি
যৌবনে লুকোচুরি।

বাসনার থালাটা
কামনার মালাটা
ছিঁড়ে গেলো সহজে
ভুল ছিলো কও যে।

বালি দিয়ে বাঁধ
কেন ছিল সাধ
হয়ে গেলাম ভঙ্গু
চিরদিন পঙ্গু।

অন্তরা

গভীর অন্তরা আছে বুঝি গভীর অন্তরে
এমন আলাপচারী প্রতিনিধি আছে
হৃদয়ের বাসনায়।
সকলে আলোকিত হলে নিজের সফলে
রোমাঞ্চ জীবন কথা উদ্ভাসিত হবে
তাদের কামনায়।
আমারও কথা ছিলো একান্ত আপনার
কবিতার প্রশান্তি দিতে চাই আলাপচারী আলোকে
তখনও কি দূরে চলে যাবে এক সম্রাজ্ঞী-চেতনায় ?

ট্রিয়লেটগুচ্ছ

ক

দেখেছো নাকি পলাশীর মাঠ
শুনেছো যুদ্ধ হয়েছে সেখানে
পরাধীনতারই সূত্রপাঠ
দেখেছো নাকি পলাশীর মাঠ
তুমি তুলে রাখো ওসব পাঠ
এই হৃদয় দিয়েছি যেখানে
দেখেছো নাকি পলাশীর মাঠ
আমার শেষ তোমার এখানে

খ

ওখানে যাবো না আমি
সামনে ঢাকুরে লেক
কেন এত পাগলামি
ওখানে যাবো না আমি
জানেন অন্তর্যামি
এখন ছাড়ো তো ভেক
ওখানে যাবো না আমি
বুক কাঁপে দেখে লেক

গ

রিসফেরো মোগলাই
খেতেই চাও তোমরা
চলে যাও সিমলাই
রিসফেরো মোগলাই
খাওয়াবে শুক্লাই
এতেই প্রাণ ভোমরা
রিসফেরো মোগলাই
শুনেই মুখ গোমড়া

আলাপন ।। সংলাপী সনেট

মেয়ে উজ্জ্বলতার নিরিখে কিসের ঠুনঠুনি বাজে

মা রোদ্দুরের তীব্রতাও পাহাড়ে চূর্ণিত হয়

মেয়ে একি তবে লীলাসুখের ঘুঘু-মায়ার অপচয়

মা শিমূল-নির্জনতায় নিমগ্ন হওয়া ভালো কাজে

মেয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকি অনুভবের রঙ্গিন লাজে

মা সেই লজ্জা জ্যোৎস্নাতেও মুক্ত হতে পায় ভয়

মেয়ে মুগ্ধা নারীর মনে উত্তাপের আকাঙ্ক্ষারই জয়

মা আবেশের কাছে স্বপ্নের জাল ছেঁড়া মাত্র সাজে

মেয়ে আমার শরীরে অথচ প্রেমের চেরাগ-ই নামে

মা সৌগন্ধী মুহূর্তে তোকে ভুল থেকে রক্ষা করে যাবো

মেয়ে দরশনে তবু আমার অঙ্গ অবশ পুলকিত ;

মা শিকারীর প্রেমে মূর্খ হরিণীর এই উদ্দামে

মেয়ে খুনী যৌবনের বিনিময়ে জীবনের গান গাবো

মা ক্ষমা চাই যে ভালবাসার সুখে তুই আলোকিত ।

রামধনু বয়স

পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর যখন খুশির জ্যোৎস্নায় আবিষ্ট
ধৃতরাষ্ট্রের সময়ের মত তখন পৌঁছে যায় শুভ সংকেত,
হুড্রুর জলপ্রপাতের চেয়ে এক মায়াবী জলোচ্ছ্বাস উঠবে নাকি

তাই কৌশলরত ভ্রমরদের গুণগুণানি শুরু হয়ে গেলো,
আমার নিদ্রার সঙ্গী রসিক মদনের প্রতি লক্ষ্যাস্থির করে।
বঞ্চিত আমি অসহায় প্রান্তরে নিমজ্জিত হই স্মৃতি-বেদনায়।

প্রেমস্বভাবী বাতাস কখন তোমার যৌবনে নীল পদ্ম ছুঁয়ে দিয়ে যায়,
নক্ষত্র নেমে এসে অচীন পাখি ধরে দিলেও তুমি ভ্রুক্ষেপহীনা ;
এমন তোমার কাছে তাই বিলিয়ে দিতে চাই অপার বিস্ময়ে আমার রামধনু বয়স

এটা একটা

এটা একটা স্কুল
এটা একটা কলেজ
এটা একটা ইউনিভারসিটি
এটা একটা আলাপ
এটা একটা প্রেম
এটা একটা চাকরীর দরখাস্ত
এটা একটা ইন্টারভিউ
এটা একটা রিগ্রেট লেটার
এটা একটা মদের দোকান
এটা একটা লেক
এটা একটা সন্ধ্যা বা রাত্রি
এটা একটা আনন্দ বা বেদনা
এটা একটা স্বপ্নশেষ
এটা একটা মৃতদেহ
এটা একটা কাহিনীচিত্র

দে দোল

দে দোল হিল্লোল,
নিখাদ খেলায় ক্রীম-রুটি কাপ ও সসারের সার্কাস ;
ফাঁদে পড়া রোল—
রোজ করা চাঁদ ভরা আকাশ ঃ
মন চায় ছুটি কল্লোল
দে দোল।

নিটোল ছেলেবেলার মত কত শত,
লেখা থাকে চিঠি ;
আমরা মোট দুটি,
ভুলো না আমাকে ; অটল
কামনা। মাথার পাখাটা বিকল।

দে দোল,
চাঁদ ভরা আকাশ, ঝোড়ো বাতাস
উৎরোল।
ভুলো না আমাকে ;
দরোজা খোল্
প্রাণভরা প্রার্থনা।

সার্কাস সেই রোল
দে দোল

নানকৌরি

তোলপাড় হুল্লোল নীল নীল সমুদ্রের জলে রাজহংসের মত
নিকোবরী যুবকেরা নিজস্ব নৌকা 'হরি' নিয়ে কেলি করে,
যেন সমুদ্রের বিস্তৃত বিছানায় বাদশাহী খুশে স্বপ্ন দেখছে ;
এইসব আমুদে যুবকেরা মুহূর্তে 'হোমচু' নামে বন্ধু হয়ে যায়
যেখানে নীল আকাশ তার সঙ্গী বঙ্গোপসাগরের এই রঙিন জলে নেমে আসে।
সমুদ্রের কূলে কূলে তখন অতিথি অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান শুরু হয়,
হাজারো হাজারো সবুজ নারকেল গাছের ফ্যাসান প্যারেড বসে যায়,
ভাবখানা এখনই সাঁওতালদের মত নৃত্য শুরু হবে।
চুট্টা মুখে প্রধান নিকোবরীর নিষ্পাপ হাসি দেখে
আমি নানকৌরির কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলি হঠাৎ,
তখন আমার সাধের বাহারী জাহাজ শূন্য ভেলার মত ভেসে যায়।

ফুল ফেরি

ফুল চাই
ফুল,
দিন নাই
ভুল।

ফুল তাই
ঝুল,
চুমু খাই
ভুল।

অনেক রকম
ফুল,
বেবাক সকম
ভুল।

দিন নাই
দিন,
ফুল তাই
নিন।

রকম সকম
ভুল,
বকম বকম
ফুল।

কল্পিত সক্রেটিস

শবাধারে মালা দিয়ে দু পা পিছিয়ে এসে
তোমাকে আবার দেখার জন্যে,
এই বিরতি অথবা স্মৃতিচারণা

যে সব হাজারো হাজারো চাবির গোছা ছিলো
একান্ত নিজের
অথচ ভুল করে কি অন্তরের বিষের দরোজা খুলে ফেলে
ভালবাসার কথা ভুল হয়ে গেলো ?
নিজেদের যুগপৎ প্রতারণা অযথা কালক্ষয় তাই।
শীতের সন্ধ্যেতেও চৌরঙ্গী পাড়ায় সিনেমায় অপেক্ষা
বা অফিসে ফোনের জন্যে আড়িপাতা
সে মুহূর্তে কোথাও না কোথা পুরনো দীর্ঘশ্বাস পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

আমি বরঞ্চ এক বৃক্ষ রোপণ করে যাবো
পৃথিবীতে পুনরাগমনে সেই হবে আমার প্রতিশ্রুতি
ওদের মৃত্যুও স্বপ্নের স্কেচ হয়ে দৃশ্যমান হবে
এবং প্রীতও। তাই এখানেই শান্তি।
এরপর তোমাকে দেখার পর গ্রহান্তরের কোন বাসিন্দার কথা মনে হবে না।

এ মুহূর্তে তুমি এক বিসর্জিতা দেবী
এসো সবুজ বাতাস থেকে কিছু সরল বিশ্বাস সঞ্চয় করি
নতুবা বিষের দরোজা থেকেই হেমলক নিয়ে আসি
দেখে নিও, আবেশের হাতে সমর্পণ করে
মৃত্যু মানে ভালোভাবে বাঁচার কথা ভেবেই
আমিও কল্পিত সক্রেটিস হয়ে যেতে পারি।

আন্তরিক মৃত্যু

এইখানে এখন তাপ নেই
সবে মাত্র আকাঙ্ক্ষিত মাস দুই শেষ হোলো
নিসর্গের কাছে, ঢেউ তোলা জলে স্থলে
পবিত্রতায় শূন্যপ্রাণ আমি, সফলতা নেই, জানি
অস্পষ্ট আবেগে, অপূর্ব অপ্রীতি চারিদিকে
এখান থেকে সূর্য সরে গেছে অন্য কোন আকাশে
আর কে , কোন্ গোপন আনাগোনায়
উজ্জ্বল কাক-জোছনায় আশ্চর্য বাহারে
উদ্ভাসিত বিস্ময়ী আবেগে ?

উন্মুক্ত বন্দর এখন,
মৃত্যুসুখখানি নির্ঝর স্বপ্নরা পায় টের
এমন এক হৃদয় ; যে বহুকাল হোলো
একান্ত প্রহরে জেগে ওঠে ·····
বহুমূল্য ঘর সাজানোর স্বপ্ন দেখে—
যেমন ডিমনার লেক, জুবিলীতে ফোয়ারা
বা দীঘার সমুদ্র ঝাউবনে সাপের খোলস
এ স্মৃতি সাজায় সযতনে, লিখে রাখে
'আমি ডাকবো না, ব্যর্থ লুব্ধ মমতায় ।'

অবিকল আত্মস্থ ইচ্ছা থাকে তবু, এক
সহিষ্ণু সন্ধ্যাকে একান্ত আপন করে, সে মানুষীর প্রেমে বিশ্বাসী
প্লাবনে খণ্ড খণ্ড প্রপাতে । নাম ছিলো,
আধুনিক সভ্যতার অন্ধকারে ।
বলার ছিলো, বক্ষে নিও, সে তোমার সর্বস্বের ভৈরব ভিক্ষুক ।
ধূ ধূ লাল মৃত্যু তার, সারাদিন পরাগ ওড়ায়
মমতারা এমন শুদ্ধ······এই সব কত কি !

একাকী সন্ধ্যাঘেরা জীবনে এসব
পবিত্র শ্লোকের মত এসে চলে যায় মুহূর্তে।

সমুদ্র সফল হোলো, রোমাঞ্চিত নায়ক
প্রকৃতিতে নয়—কোনো কোনো মানুষীর বুকে
তারপর স্বপ্ন-শব্দের অঙ্গার থেকে
শববাহনের শান্তি খুঁজবো ; প্রেমে অপ্রেমে
আত্মহারা হয়ে যাবো, কোনোক্ষণে কানাড়ার রাতে
সব থেমে যাবে।

নিরবধি কাল শুধু ভাঙ্গা বুকে প্রলয় কম্পনে
চেয়ে থাকবো বুকে নিয়ে আন্তরিক মৃত্যু।

'এ বাটারফ্লাই ইজ বরন্'

অমানিশ রুক্ষ পাহাড়ের জটিলতায়
পৃথিবী যখন সংকর প্রসাধনে চর্চিত,
অন্ধকারের ঝাঁপি খুলে নতুনকে প্রাণ দেবার মন্ত্র-উচ্চারণে ব্যস্ত
এবং নিজের প্রতিমা গড়ার জন্যে সতত কৌতূহল তার ;
তখন সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্ত গোনে সত্তা, গোপন আশা রূপ নেয়।

সি সি বাতাসের অনামী বাদ্যের সুর বরাভয়ের আভাষ দেয়
কুপ কুপ কোন পাখির তন্দ্রার গান হৃদয়ের দ্বার খোলে—
দূরেতে সাত শ্বেত অশ্বের তালে তালে দেয়া দৌড়,
মা প্রজাপতি উড়ে যায় জীবনকে সত্য করে দিয়ে।

ইতিহাসের প্রথম কথায় বুঝি এই বলা ছিলো,
পাহাড়ের জংলা ফুলের ওপরে পাখনা মেলতে মেলতে
মায়াময় রাত্রির দিকে তাকাতে সুখের চাঁদ ওঠে এলো ;
অমৃতের আনন্দে উল্লসিত তাই জীবন-শিল্পী।

ডগো ডগো আনন্দমূর্তি চিড় খেয়ে যায়,
স্বপ্নের শকুনি ডানা মেলে নেমে আসে মধুমমতায়,
নিরুৎসাহ শিল্পী ভেজা চোখে তাকায় সৌরলোকে ;
সব গাছ সব নদী সব বাতাস থেমে যায় বিষণ্ণতায়।

সদ্য অজানা সৌন্দর্য সমস্ত গায়ে মেখে
বুঁদ হয়ে থাকা দেহের চেতনা নিজের অস্তিত্বকে করে আবিষ্কার ;
নিজের শিল্পীকে চোখ মেলে দেখে নেয় নীরবে।
ক্রমশঃ রাতের যৌবন নিহত হয়
অট্টহাসি হেসে হিজিবিজি রাত পর্দা সরিয়ে দেয়, ভোর হয়।

ফুলকাটা রংচং ফ্রকের মধ্যে যেমন কিশোরীর প্রথম বুক চন চন করে

তেমনি ফিন্‌কি দেয়া উত্তেজনায় উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বহুদূরে
চলে যায় আজগুবি কায়দায় ;
সামনে আছে জীবনস্পন্দনের বিরাট কলধ্বনি, এই ভাবনায়।

নির্দয় দুপুরে ওঠে ঝড়, ভেঙ্গে দেয় ঘর
কখনও কাঠফাটা মাঠে বিড়ালের জ্বলজ্বল থাবা বা আকাশে অসুর পাখীর দাপাদাপি
মুহূর্তে নৃত্য-উৎসব থেমে যায়, নেমে আসে স্তব্ধতা
জন্মবিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেয়, বুকের ঈশ্বরকে হারিয়ে ফেলে।

মা প্রজাপতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিণ্ নিণ্ করে,
বা অহরহ কাম-উত্তেজনায় জীবনকে দান করে আকণ্ঠ।
অতি বিস্ময়ে মৌসুমী মন এই সব ছবি দেখে ভাবে
'আমি শান্ শান যৌবনের দুয়ারে।'

উজ্জ্বল ভাবনায় পুনরায় উড়ে যায় সোমত্ত মেয়ের মত
প্রেমের বুলবুলি হয়ে ধরা দেয় অমৃতের কাছে।
লাবণ্যময় খুশিতে ব্যালে ফ্লোরে টো ফেলার মত বাহারী ডানা মেলে ধরে ;
জাদুকরী রহস্য, মোহিনী সৌরভ তীব্র ভেসে হয়ে ওঠে,
সোনালী স্নিগ্ধ বাতাসে তখনই ভেসে আসে আবেশের শিহরণ।

সেই চেনা উদ্দাম, উল্লাস নিরালায় সত্তা মিলনের কাঁপন সৃষ্টি করে
রূপসী বাসনার ইঙ্গিতে জন্ম নেয় এক দুরন্ত খেলা,
মনোরথ পূর্ণ হয়ে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত
তৃপ্তিসন্ধি যামিনীতে অস্থিরতার পরে চূর্ণ হয়ে যায় ক্লান্ত উর্বশী।

আবার অমানিশ পাহাড়ের জটিলতায় পৃথিবী হয় প্রসাধনে সজ্জিত,
অন্ধকারে ঝাঁপি আগত মন্ত্র-উচ্চারণে ত্রস্ত হয়ে ওঠে ;
প্রসারিত তন্দ্রা ঘুচবে খুশির ব্যালে নৃত্যে,
মায়াময় রাত্রিতে সুখের চাঁদ উঁকি দেবে।

সে কোন্ গোপন মোহিনী মায়ায় সোনালী পাখনা মেলে দেবে
ডগো ডগো আনন্দমূর্তি রক্তের আঘাতে বিষণ্ণময় হয়ে উঠবে ;
তবুও যৌবনে হিজিবিজি বাহারী পর্দা টাঙ্গিয়ে দেবে
আবার প্রস্তুত হবে মুহূর্ত, যেভাবে 'এ বাটারফ্লাই ইজ বরন্।'

স্বর্গের সিঁড়ি

যাত্রাদলের অতিকায় দানব দুধের শিশুকে যেমন হম্বিতম্বি করে শঙ্কিত করে তোলে
তেমন সাত আটটা অতিবৃদ্ধের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।
যেন তার চেহারা দিয়ে বিক্ষোভ, অনুশোচনা সাঁতার কেটে বেড়িয়ে আসছে,
এক ঝলকেই চেনা চেনা মনে হয় তাকে ; ধারালো ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করে,
গল্প আর শেষ হোলো না ?
আমাদের স্বর্গের সিঁড়িটার খবর কি ?

রে রে কাঠি পড়লো বয়সের পিঠে, কথা দিয়ে গড়া ইমারতের ভিত উঠলো কেঁপে।
"কতকাল আগে আমাদের দেশের এক রাজা এই সিঁড়ি গড়তে শুরু করেছিলেন।
কিন্তু পরে এক নারী হরণের ঘটনায় তিনি জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁকে
যুদ্ধ করতে হয়। সেই যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়।"
এরপরই তো আপনারা দায় ভাগ করে নিয়েছেন।
তাই স্বর্গের সিঁড়িটার খবর আপনারাই জানেন। রে রে কাঠি...

বাউণ্ডুলে ছেলের মত দুঃখ সুখের গন্ধ নিয়ে দিন যাপন করেছি
ঢং ঢং স্কুলে গেছি ঢং ঢং ফিরে এসেছি টিক্ টিক্ রং তামাসা করেছি
বৃষ্টি নেমেছে, চাষ করেছি, তাতে কবিতা লেখা হয়নি
সুন্দরী পেয়েছি, ফলতঃ সন্তানলাভ করেছি, ভালবাসতে ভুলে গেছি
আসলে সংসার করেছি, সোনার সংসার বানাতে পারিনি।
তা স্বর্গের সিঁড়িটার খবর কি দেবো ? পড়ুক রে রে কাঠি...

বাপু হে নিজেরাই এই রহস্যটাকে দূর করতে পারিনি
ক্রমশঃ সরে যাচ্ছি, সরে যাচ্ছি এক পা এক পা করে...
এই করে সৌরলোকের কাছে পৌঁছে যাবো বলে পণ্ডিতি আপ্তবাক্য সম্বল করে
অথচ হু হু বাতাস, কুলু কুলু ঢেউ-এর গঙ্গার পাড়ে আমরাই বলাৎকার করি

নিজেদের মধ্যে দৈনন্দিন চোরাগুপ্তি আক্রমণ চালিয়ে
আমরা যে যার ঠিকানায় লুকিয়ে পড়ছি। রে রে কাঠি...

আদপে অক্টোপাসে জড়িয়ে পড়ে নিজেকেই ছাড়ানোর চেষ্টা চলছে
ওগুলো সব ফুঃ, দেখানো প্রেম-স্নেহ-মায়া-মমতা-বাৎসল্য এবং...
চতুর্দশী চাঁদ ফাঁদ, সব ক্ষুন্ন হয়ে গেছে পীড়িত কথায়
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় করে কেবল কিছুক্ষণ চিৎপুরী যাত্রা হয়েছে
বন্ধু, নিজেদের গড়া অসমাপ্ত মূর্তি নিয়ে বৃথা গৌরব, অশিক্ষিত অহঙ্কার।
স্বর্গের সিঁড়ির জন্যে কাঠি পড়েছে কাঠি...রে রে

এই দীর্ঘ সময় বহু ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে গেছে
প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে সকলেই উল্টাপাল্টা সংলাপ দিয়ে গেছে
আসলে আমাদের জেদ-যুক্তি-ইচ্ছাগুলো মেরুদণ্ডহীন।
এখন সময় হয়েছে যোগ্য উত্তরসূরী সন্ধানে ঃ
সেই উত্তরসূরী হবেন এমন এক কবি
যিনি অচিরে স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে ফেলবেন।

আমি কেমন করে যেন প্রৌঢ় হয়ে গেলাম

একদিন যখন বুঝলাম, এ ঝড় কেবলই আমার
সমুদ্রের অজস্র ঢেউ আমার কথা
এই গাছেরা আমার সঙ্গী
বাতাস আমার নিঃশ্বাস
আমি যেদিন ভাবলাম, এই আকাশের তলায় আমরা সবাই
পাখপাখালীদের কুজন আমার ছেলেবেলার চঞ্চলতা
সেদিন এক সম্রাজ্ঞীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সেই সুপ্রাচীনা সম্রাজ্ঞী যেন মুহূর্তে মুহূর্তে সতেজ ও নবীনা হন
আপন থেকে তিনি সাহসী ও আত্মরূপে গর্বিতা
তাঁর আছে মন্ত্রী সান্ত্রী কোটাল ও জহ্লাদ

দরবারে আমার বয়সকে নিয়ে নানান ঠাট্টা হলো
আমি সবিনয়ে তখনই বললাম
যখন সমুদ্রের উত্তালকে পার হতে চাও তোমরা
তখনই আমার ভাঙ্গা নৌকাতে চড়ে কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছো
আমি চাইতেই তোমরা সবাই নিজেদের কানের দুল খুলে দিতে

বা ভিক্টোরিয়ার নিয়নছায়াতে বাতাসের সঙ্গে ভাব জমাতে জমাতে
জীবনে ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাস ফেলার এক প্রশস্ত বুক চেয়েছিলে
এরপর হাঁটতে হাঁটতে রেড রোড ধরে আকাশের কোটি তারা দেখার
এমন কৌতূহল মিটিয়ে এক লগ্ন তৈরী করেছো

হলদিয়া থেকে অজস্র হাসি আর আহ্লাদে স্মৃতি নিয়ে ফেরার পথে
কুকড়াহাটির লঞ্চ ঘাটের পাটাতনে বসে
ঝড়ের সঙ্গে মিশে মিশে যেতে যেতে
মনে হয়েছিলো রেডিও ওয়েভের মত পরম স্পর্শ পাবার

অভয়া লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
দূরের বিস্তৃত নির্জন ঘুমকাতুরে সী বীচে কয়েকটি ছেলেমেয়ে

হাত তুলে টা-টা করা ভঙ্গি, তখন তুমিও হাত দেখালে
আমার সম্রাজ্ঞী তখন যেন ওদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতে চায়
হয়ে ওঠে পথের পাঁচালীর দুর্গা
এই দুর্গারা কখন আবার কপালকুণ্ডলা হয়ে পথিককে পথ দেখায়
বলে, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ নেই, আছে প্রতিশ্রুতি

সাব-রেজিস্টারের বাংলোর সামনের বকুল ফুল গাছের নীচে থেকে
জ্যৈষ্ঠের সুখনো রোদ্দুরে কুড়িয়ে আনা কিছু ফুল
একান্ত আপন করে অঞ্জলি ভরে দিতে দিতে
এই সব সম্রাজ্ঞীরা হেসে ছিলেন
বলেছিলেন, এক একটি ফুল, এক একটি কাব্য, এক একটি প্রতিষ্ঠা

আমি একদিন রং-বেরং-এর প্রচুর গ্যাস বেলুন উড়িয়ে দিয়েছিলাম
কারণ জীবনে জীবন করার রোপন উৎসব নামে এক উৎসব আসন্ন
তাই চারিদিকে আলো জ্বলবে, তাই আমি ব্যস্ত
যেন এ মুহূর্তে আমি এক ঈশ্বর, বিশ্বকর্মা হয়ে গেছি
তখনই আমার হাত বজ্রের মতো চেপে ধরে বলেছিলে
আমার আড়ালে মুখ লুকানোর চেয়ে তোমার প্রতাপ শ্রেয়
তুমি হিমালয়ের ওপারের পাখী,
বসন্ত নিমন্ত্রণ কেবল তোমার জন্যেই
আমি বোবার মত এমন অনেক শুনেছি
আমি সুবোধ বালকের মত এগুলিকে বেদবাক্য মান করেছি

আকাশে মেঘ এলো, সমুদ্রে বান ডাকলো
বাতাসে আর্তনাদ, নিঃশ্বাসে বিষ
গাছেরা বন্ধ্যা, প্রেমে প্রেমে হলাহলি
আমার ডান হাত বাঁ হাতের কাছে জব্দ হোলো
আমার প্রেমলিপি 'নট ফাউণ্ড' বলে ফেরৎ এলো
বকুলের ফুল, বাউলের সুর একদিন হোলো স্তব্ধ এক প্রেতপুরী
আমি তখনই এক জলদ দানবের স্বপ্ন দেখলাম
ওর মান্ধাতা আমলের এক ঝুলিতে আমার সম্রাজ্ঞী
জটিল বার্ধক্যে ভুগছে
এরপর আমি কেমন করে যেন প্রৌঢ় হয়ে গেলাম।